দি সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট-১৮৬০

চট্টগ্রাম বন্দর কল্যাণ ফাউন্ডেশন

সংঘ স্মারক

The societies Registration Act 1860

Chittagong Port Welfare Foundation

Memorandum of Association

15 October 2023

সূচীপত্র

১। প্রস্তাবনা/মুখবন্ধ

২। নামকরণ

৩। ঠিকানা

৪। লোগো ও সিল গঠনতন্ত্র

৫। প্রয়োগ

৬। সংজ্ঞা

৭। উদ্দেশ্য

৮। কর্মপরিধি

৯। সদস্যপদ

১০। পরিচালনা পর্ষদ

১১। পরিচালনা পর্ষদের সভা

১২। ব্যবস্থাপনা

১৩। অর্থসংস্থান

১৪। ফান্ডের ব্যবহার

১৫। অনুদান ফান্ডের ব্যবহার

১৬। অনুদান ফান্ডের সিলিং

১৭। অনুদান আবেদন স্ক্রুটিনি কমিটি

১৮। স্ক্রুটিনি কমিটির কার্যক্রম

১৯। কল্যাণ ফান্ড হতে ঋণ প্রদান

২০। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

২১। ঋণের সিলিং ও আদায় প্রক্রিয়া

২২। ঋণ আবেদনের স্ক্রুটিনি কমিটি

২৩। স্ক্রুটিনি কমিটির কার্যক্রম

২৪। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা

২৫। চেয়ারম্যানের বিশেষ ক্ষমতা

২৬। বাজেট

২৭। আবেদন

২৮। নীতিমালার সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজন/পরিবর্তন/অবসায়ন

২৯। দায়মুক্তি

৩০। তফসিল

১। **প্রস্তাবনা/মুখবন্ধ**

চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। দেশের মেরিটাইম বাণিজ্যের ৯২% চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বন্দরে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে বিপুল সংখ্যক জনবল নিয়োজিত রয়েছেন। নিয়োজিত জনবলের কর্মসন্তুষ্টি (Job Satisfaction) এবং উচ্চ মূল্যবোধ (High Morale) এবং নিবেদিত পরায়নতা (Dedication) বজায় রাখার স্বার্থে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়ন এবং কল্যাণ সাধন প্রয়োজন। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন-২০২২-এ উল্লেখ রয়েছে "উহার কর্মচারী এবং বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সামাজিক সুবিধা প্রদানের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মস্থান দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া, বিনোদনমূলক কার্যক্রম ও নির্ধারিত অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ পরিবেশের উন্নয়নের জন্যও তহবিল ব্যবহার করিতে পারিবে।"

এ প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন-২০২২ এর ৩৬ (৩) ধারার বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উহার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণমূলক সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে 'চট্টগ্রাম বন্দর কল্যাণ ফাউন্ডেশন" গঠন করিল।

গঠনতন্ত্রঃ

২। **নামকরণঃ** এই ফাউন্ডেশনের নাম "চট্টগ্রাম বন্দর কল্যাণ ফাউন্ডেশন" হইবে।

৩। **ঠিকানাঃ** চট্টগ্রামে বন্দর ভবন হইবে ইহার প্রধান কার্যালয় ও স্থায়ী ঠিকানা।

৪। **লোগো ও সিলঃ** চট্টগ্রাম বন্দর কল্যাণ ফাউন্ডেশনের একটি লোগো ও সীলমোহর থাকিবে।

৫। **প্রয়োগঃ** এই গঠনতন্ত্র বোর্ড সভায় অনুমোদিত হওয়ার তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

৬। **সংজ্ঞাঃ**

ক) কর্মচারী: কর্মচারী বলিতে রাজস্ব খাতে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বুঝাইবে।

খ) কল্যাণ ফান্ড: এই নীতিমালার আওতায় নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গঠিত ফান্ড।

গ) চেয়ারম্যান: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান।

ঘ) সদস্য: চট্টগ্রাম বন্দর কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সদস্যকে বুঝাইবে।

ঙ) পরিবার:কর্মকর্তা/কর্মচারী পুরুষ হলে তার স্ত্রী,সন্তানগণ (অবিবাহিত কণ্যা ও ২৩ বছরের কম বয়সী পুত্র সন্তান), পিতামাতা, মহিলা হলে তার স্বামী,সন্তানগণ(অবিবাহিত কণ্যা ও ২৩ বছরের কম বয়সী পুত্র সন্তান) ও পিতা- মাতা এবং একসাথে বসবাসরত নির্ভরশীল শ্বশুর-শাশুড়ি, প্রতিবন্ধী সন্তান।

চ) এ্যাক্টঃ এ্যাক্ট বলিতে দি সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০-কে বুঝাইবে।

ছ) পরিচালনা পর্ষদঃ পরিচালনা পর্ষদ বলিতে ফাউন্ডেশনের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত পরিচালনা পর্ষদকে বুঝাইবে।

জ) মেডিক্যাল বোর্ডঃ প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত ০৩ জন চিকিৎসক সদস্যসহ গঠিত বোর্ডকে বুঝাইবে। দুরারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে যেকোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকেও বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

ঝ) অফিসঃ অফিস বলিতে ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়কে বুঝাইবে।

ঞ) অর্থ বছরঃ অর্থ বছর বলিতে ০১ জুলাই-৩০ জুন সময়কে বুঝাইবে।

ট) প্রতিবন্ধীঃ সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

৭। **উদ্দেশ্যঃ**

এই ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হইবে চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মচারীদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ফাউন্ডেশন নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে:

ক) কর্মচারীদের চিকিৎসা, আবাসন ও বিশেষ সমস্যায় সহযোগিতা করা;

খ) বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত উপায়ে কর্মচারীদের কল্যাণ সাধন করা।

গ) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে অবদান রাখা।

ঘ) ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পোষ্য/নির্ভরশীলদের দক্ষতা উন্নয়নে কর্মমূখী/বৃত্তিমূলক শিক্ষা/ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৮। **কর্মপরিধিঃ** ফাউন্ডেশন প্রয়োজনে যেকোন স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় ,লীজ এবং ঋণগ্রহণ করিতে পারিবে এবং বিক্রয়/ধার প্রদানসহ ঠিকাদারী, বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়ীক কাজে অংশ নিতে পারিবে এবং এসব বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

৯। **সদস্য পদঃ**

ক) এই ফাউন্ডেশনের সদস্য হইতে হইলে চট্টগ্রাম বন্দরের রাজস্ব খাতভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী হইতে হইবে।

খ) সদস্যপদের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিকে ফাউন্ডেশনের আবেদনপত্র পূরণ করে সদর দপ্তরে জমা দিতে হইবে।

গ) আবেদনপত্রের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ সদস্যপদ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

ঘ) সদস্যপদ ফি কর্মকর্তা ৫০০/- টাকা,কর্মচারী ১০০/- টাকা (এককালীন)।

১০। **পরিচালনা পর্ষদঃ**

সভাপতি: চেয়ারম্যান,চবক

সহ-সভাপতি:সদস্য (এডমিন এন্ড প্ল্যানিং)

সদস্য সচিব: পরিচালক (প্রশাসন),চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সদস্য: ডেপুটি কনজারভেটর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

সদস্য: প্রধান অর্থ ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা,চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

সদস্য: প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সদস্য: পরিচালক (পরিবহন),চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

সদস্য: পরিচালক (নিরাপত্তা),চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

সদস্য: সচিব ,চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সদস্য: প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল।

সদস্য: আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

সদস্য: সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্দর অফিসার্স এসোসিয়েশন ।

সদস্য: সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদ ।

১১। **পরিচালনা পর্ষদের সভাঃ**

পর্ষদ প্রতি ০৩ মাসে কমপক্ষে একটি সভা করিবে। সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন। নুন্যতম অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ন হইবে।

১২। **ব্যবস্থাপনাঃ**

ফাউন্ডেশন পরিচালনা কমিটিকে সহায়তার উদ্দেশ্যে এবং দাপ্তরিক কার্য পরিচালনার জন্য ফাউন্ডেশনের নিম্নোক্ত জনবল থাকিবে। জনবল স্থানীয়ভাবে পদায়ন করা না হইলে নিয়োগের মাধ্যমে পুরণ করা হইবে। তাহাদের বেতন/আনুতোষিক/সম্মানী পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং ফাউন্ডেশনের অর্থ হইতে পরিশোধিত হইবে।

পদের নাম		**শিক্ষাগত যোগ্যতা**
১। ম্যানেজার	-০১ জন	অনুন্য স্নাতক/সম্মান উত্তীর্ন, অফিস ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন;
২। হিসাব সহকারী	-০১জন	অনুন্য উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, হিসাবরক্ষণে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন;
৩। অফিস সহকারী	-০১জন	অনুন্য উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ন;
৪। এমএলএসএস	-০১জন	অনুন্য মাধ্যমিক উত্তীর্ণ;
৫। সুইপার/ক্লিনার	-০১জন	সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ জাত সুইপার;

প্রতিটি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স হবে ১৮ বছর ও সর্বোচ্চ বয়স হবে ৩০ বছর।

১৩ । **অর্থসংস্থানঃ**

নিম্নলিখিত উৎস হইতে ফাউন্ডেশনের অর্থসংস্থান হইবে।

ক) সদস্যপদ ফি;

খ) সদস্যদের মাসিক চাঁদা;

গ) লাভজনক ও ব্যবসায়িক খাতে বিনিয়োগ ও প্রাপ্ত মুনাফা;

ঘ) যেকোন ঠিকাদারি ও বাণিজ্যিক কাজে অংশগ্রহণের ফলে প্রাপ্য লভ্যাংশ।

ঙ) অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অনুদান।

চ) ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিকট হইতে অফেরতযোগ্য মাসিক ২০০/- টাকা, ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিকট হতে মাসিক ১৫০/- টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের নিকট হতে মাসিক ১০০ টাকা এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিকট হতে মাসিক ৫০ টাকা তাদের স্ব স্ব মাসিক বেতন হইতে কল্যাণ ফান্ডে চাঁদা রাখা হইবে। কোন কর্মকর্তা কর্মচারী কল্যাণ ফান্ডে চাঁদা প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইলে তিনি এই নীতিমালার আওতায় গঠিত ফান্ড হতে কোন আর্থিক সুবিধা/ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না।

১৪ । **ফান্ডের বিনিয়োগ এবং ব্যবহারঃ**

কল্যাণ তহবিলের প্রারম্ভিক মূলধনের অনুন্য ৫০% অর্থ তফসিলি ব্যাংকে লাভজনক FDR/ সঞ্চয়পত্র খাতে বিনিয়োগ করা হইবে। অবশিষ্ট তহবিল নিম্নোক্তভাবে ব্যবহার করা যাইবেঃ

ক) ঋণপ্রদানঃ চট্টগ্রাম বন্দর কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দের আবেদনের ভিত্তিতে বার্ষিক বাজেট বিভাজনে সীমিত থেকে ৪% বার্ষিক সার্ভিস চার্জে ঋণ প্রদান করা যাইবে।

খ) অনুদানঃ প্রারম্ভিক মূলধনের অবক্ষয় না ঘটিয়ে বার্ষিক বাজেট বিভাজনে সীমিত থেকে অনুদান খাতে অর্থ ব্যবহার করা যাইবে।

গ) ফাউন্ডেশনের সদস্যগণের সন্তানদের শিক্ষা/বৃত্তিমূলক/দক্ষতা উন্নয়ন খাতে বাজেট বিভাজনে সীমিত থেকে অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

১৫। অনুদান ফান্ডের ব্যবহার (দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু/পঙ্গুত্ব/দুরারোগ্য ব্যধির চিকিৎসা) :

চবক এর কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ ও তাদের পরিবারবর্গ চবক হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পেয়ে থাকেন। চবক হাসপাতালের সীমাবদ্ধতার কারণে অত্র হাসপাতালে দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা সম্ভব হয় না। দুরারোগ্য ব্যাধির দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নিঃস্ব হয়ে পড়েন। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারীকে সহযোগিতার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কল্যাণ ফান্ডের নির্ধারিত অংশ চিকিৎসা অনুদান খাতে ব্যয়িত হইবে। এছাড়া কর্মকালীন আকস্মিক দুর্ঘটনা/মৃত্যুজনিত কারণে অসহায় পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই ফান্ডের অর্থ ব্যবহৃত হইবে।

১ কর্মকর্তা- কর্মচারীদের দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য প্রদেয় আর্থিক অনুদান। দুরারোগ্য ব্যাধি বলিতে চবক হাসপাতালে চিকিৎসা সম্ভব নয় এরূপ ক্যান্সার,কিডনিরোগ, হৃদরোগসহ অন্যান্য দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা বুঝাইবে। ক্ষেত্রেবিশেষে মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক সহজে নিরাময়যোগ্য নয় এরূপ যেকোন রোগকে দুরারোগ্য রোগ হিসেবে বিবেচনা করা যাইবে।

২। কর্মকালীন পেশাগত দুর্ঘটনা জনিত চিকিৎসা ব্যয়।

৩। পেশাগত দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিবারকে এককালীন আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান।

৪। বিশেষ প্রয়োজনে মানবিক বিবেচনায় চেয়ারম্যান, চবক কর্তৃক অনধিক ০৫ (পাঁচ লক্ষ) টাকা এককালীন আর্থিক অনুদান/সহায়তা প্রদান।

৫। পেনশন সুবিধাপ্রাপ্তির সময়ের পূর্বে বা চাকুরী ০৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে তাঁর পরিবারকে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৬। ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত ফান্ড হওয়া সাপেক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য রেশন (সাশ্রয়ী দামে চাল, ডাল, তেল, আটা, চিনি ইত্যাদি) চালু করা যাইতে পারে।

১৬। অনুদান ফান্ডের সিলিং :

১। পেশাগত দূর্ঘটনায় তাৎক্ষণিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে কর্মচারীর পরিবারকে প্রদেয় অনুদান সর্বোচ্চ ১০ (দশ লক্ষ) টাকার অধিক হইবে না।

২। পেশাগত দুর্ঘটনার শিকার কর্মচারীর চিকিৎসা ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনুদান সর্বোচ্চ ০৩ (তিন লাখ) টাকার অধিক হইবে না। এই ব্যয় মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক পূর্ব প্রত্যায়িত হইতে হইবে।

৩। পেশাগত দুর্ঘটনার শিকার কর্মচারীর চিকিৎসা ব্যয় খাতে অনুদান প্রাপ্তির পর মৃত্যুবরণ করিলে মৃত্যু পরবর্তিতে তার পরিবারকে প্রদেয় অনুদান ০৭ (সাত লক্ষ) টাকার অধিক হইবে না।

৪। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ব্যতীত চিকিৎসাজনিত কারনে সমগ্র চাকরী জীবনে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী এই ফান্ড হতে এক বারের অধিক অনুদান প্রাপ্য হইবে না।

৫। মেডিক্যাল বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে দুরারোগ্য ব্যধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনধিক ০৫ (পাঁচ লক্ষ) টাকা এই তহবিল হইতে অনুদান প্রদান করা যাইবে।

ক) দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার যতটুকু চবক হাসপাতালে চিকিৎসা সম্ভব নয় ততটুকু চিকিৎসার বিষয় বিবেচনায় রেখে অনধিক ০৫ (পাঁচ লক্ষ) টাকা অনুদান বিবেচিত হইবে। এক্ষেত্রে মেডিকেল বোর্ডের প্রত্যয়ন

প্রয়োজন হইবে।

খ) জটিল ও দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা বিদেশে করার ক্ষেত্রে দেশে এরূপ রোগের চিকিৎসা দেশে সম্ভব নয় মর্মে মেডিকেল বোর্ডের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অনুদান বিবেচিত হইবে।

১৭ . **অনুদান আবেদন স্ক্রুটিনি কমিটিঃ**

আহবায়ক- পরিচালক(প্রশাসন) ,চবক

সদস্য - চীফ পারসোনেল অফিসার,চবক

সদস্য সচিব- পারসোনেল অফিসার(আই আর) ,চবক

সদস্য- উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা(রেইট),চবক

সদস্য- আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা

সদস্য- প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা মনোনীত একজন চিকিৎসক

১৮। **স্ক্রুটিনি কমিটির কার্যক্রমঃ**

ক) আবেদনকারীর দাখিলি আবেদন ও কাগজপত্র যাচাই বাছাইকরণ।

খ) মূল কমিটির নিকট প্রাপ্ত আবেদনের সঠিকতা/সত্যতা যাচাইপুর্বক মতামত এবং সুপারিশসহ আবেদন উপস্থাপনকরণ।

১৯। **কল্যাণ ফান্ড হইতে ঋণ প্রদানঃ**

চট্টগ্রাম বন্দর কল্যাণ ফান্ডের প্রাথমিক উদ্দেশ্য চবক কর্মচারীদের দুর্দিনে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা। অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান না থাকায় চবক কর্মচারিগণ গৃহ নির্মাণ, সন্তানদের শিক্ষা ও বিবাহ ব্যয় নির্বাহে অসহায় হয়ে পড়েন। চবক কর্মকর্তা কর্মচারীদের এরূপ দুর্দিনে আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্যে চবক কল্যাণ ফান্ডের নির্ধারিত অংশ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে চবক এর স্থায়ী কর্মকর্তা -কর্মচারীগণ কল্যাণ তহবিল হতে ঋণ গ্রহণের আবেদন করিতে পারিবেনঃ

ক) কর্মকর্তা –কর্মচারীর নিজের/সন্তান/সন্তানদের বিবাহ ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে,

খ) নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ/মেরামতের জন্য,

গ) সন্তান বা সন্তানদের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে,

ঘ) নিজের/পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে।

২০। **ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ**

ক) চবকের স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী হইতে হইবে এবং চাকরির বয়স নুন্যতম ০৫(পাচ) বছর হইতে হইবে, সর্বোচ্চ ৫৮ বছর বয়স পর্যন্ত ঋণ সুবিধার জন্য আবেদন করা যাইবে।

খ) কোন কর্মকর্তা কর্মচারী ১ম ঋণ পরিশোধ না করিয়া পুনরায় ঋণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না। সমগ্র চাকরি জীবনে ০৩ বারের অধিক ঋণ প্রাপ্য হইবেন না।

গ) কোন কর্মকরতা-কর্মচারীর কোন ঋন বকেয়া থাকিলে তিনি ফাউন্ডেশনে ঋনের আবেদন করিতে পারিবেন না।

২১। ঋণের সিলিং ও আদায় প্রক্রিয়া :

নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ছকে বর্ণিত হারে ঋণ পাইবেন এবং ছকে উল্লেখিত হারে উক্ত ঋণ আদায়যোগ্য হইবে।

শ্রেণী	সিলিং (সর্বোচ্চ)	ইন্সটলমেন্ট	আদায়ের হার/মাস
১ম	৫,০০,০০০/-	৫০	১০,০০০/-
২য়	৪,০০,০০০/-	৫০	৮,০০০/-
৩য়	৩.০০.০০০/-	৫০	৬,০০০/-
৪র্থ	২,৫০.০০০/-	৫০	৫,০০০/-

নির্ধারিত ইন্সটলমেন্ট এর পুর্বেই কেউ চাইলে কম সংখ্যক কিস্তিতে/এককালীন ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত ঋণ তার অবসরোত্তর ছুটিতে যাওয়ার ৬ মাস পূর্বে অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে।ঋণ গ্রহণের পর ঋণগ্রহীতা ০৩ (তিন) টি ইন্সটলমেন্ট প্রদানে বিরত থাকিলে পরবর্তী মাস হইতে অবশিষ্ট ঋণের উপর ৮% দন্ড সুদ আরোপিত হইবে। অর্থ ও হিসাব বিভাগ অত্র ফান্ডের না দাবি প্রাপ্তি সাপেক্ষে অবসর সুবিধার চুড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবে। দন্ড সুদ মওকুফের বিষয় উপস্থাপিত হলে পরিচালনা পর্ষদ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

২২। ঋণ আবেদন স্ক্রুটিনি কমিটি :

আহবায়ক- পরিচালক (প্রশাসন), চবক
সদস্য - চীফ পারসোনেল অফিসার, চবক
সদস্য সচিব- পারসোনেল অফিসার (আই আর) ,চবক
সদস্য- উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (রেইট), চবক
সদস্য- আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা

২৩ । স্ক্রুটিনি কমিটির কার্যক্রম :

ক) আবেদনকারীর দাখিলি আবেদন ও কাগজপত্র যাচাই বাছাইকরণ ।
খ) মূল কমিটির নিকট সুপারিশসহ আবেদন উপস্থাপনকরণ।

২৪। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা :

ক) কমিটি যথাযথভাবে ফান্ডের হিসাব সংরক্ষণ করিবে। পরিচালক(প্রশাসন) ফান্ডের আয়ের হিসাব, স্থিতি, বিনিয়োগ, অনুদান, ঋণ প্রদান ও ঋণ আদায় ম্যানুয়াল অথবা সফটওয়ারের মাধ্যমে নিজ বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাধ্যমে নিশ্চিত করার বিষয়ে দায়ী থাকিবেন।

খ) সদস্য সচিব ফাউন্ডেশনের জনবলের মাধ্যমে প্রতি অর্থ বছর আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণী প্রকাশ করিবে এবং ৩০ জুলাই এর মধ্যে বোর্ড সভায় পেশ করিবে।

গ) হিসাব পরিচালনা: সোনালী ব্যাংক, পোর্ট শাখায় ফাউন্ডেশনের একাউন্ট থাকিবে এবং পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সদস্য সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

ঘ) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অডিট শাখা প্রতি বছর কমপক্ষে একবার ফান্ডের আয় ব্যয় হিসাবের অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

২৫। চেয়ারম্যানের বিশেষ ক্ষমতা :

ক) চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, কর্তব্যকালীন দূর্ঘটনায় আহত/নিহত ব্যক্তিকে বা তার পরিবারকে, যে কোন কর্মকর্তা কর্মচারীকে, যেকোনো প্রয়োজনে অনধিক ০৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত অনুদান প্রদান করিতে পারিবেন। তাঁর একক সিদ্ধান্ত পরিচালনা কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হইবে ।

খ) কমিটি কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারিলে চেয়ারম্যান, চবক এর সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বিবেচিত হইবে।

গ) পরিচালনা কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পুর্বে চেয়ারম্যান, চবক এর অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে।

২৬। বাজেটঃ পরিচালনা কমিটি প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে একটি বাজেট প্রণয়ন করিবে যা চবক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

২৭। আবেদনঃ অত্র তহবিল হতে সুবিধাপ্রাপ্তির লক্ষ্যে কল্যাণ ফান্ড পরিচালনা পর্ষদের নির্ধারিত ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূল কাগজপত্রসহ আবেদন করিতে হইবে। চিকিৎসা ও চিকিৎসা ব্যয় সংক্রান্ত কাগজপত্র মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক প্রত্যায়িত হইতে হইবে।

২৮। নীতিমালার সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজন/পরিবর্তনঃ

অত্র নীতিমালার সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজন/পরিবর্তন চবক বোর্ডের অনুমোদনক্রমে হইবে এবং প্রতিবছর/সময় সময় এই নীতিমালা পর্যালোচনার জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপিত হইবে।

২৯। দায়মুক্তিঃ

ফান্ড পরিচালনায় সরল বিশ্বাসে কৃত কর্মের জন্য কোন সদস্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যাইবে না।

৩০। তফশিলঃ

চট্টগ্রাম বন্দর কল্যাণ ফাউন্ডেশন পরিচালনা পর্ষদ প্রয়োজনীয় ফরম ও রেজিস্ট্রার প্রণয়ণ করিবে যাহা অত্র তফশিলের অন্তর্ভুক্ত হইবে।